এস, এল, কার্নানির

নিবেদন

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিক্‌চার্স লিঃ

নির্দ্দেশ

MOVIE ARTS
7-5-49

এস, এল, কারনানীর নিবেদন

নিরুদ্দেশ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা:- নীরেন লাহিড়ী

সঙ্গীত:- রবীন চট্টোপাধ্যায়

কাহিনী ও সংলাপ:- প্রণব রায়

কর্ম্মীসঙ্ঘ ঃ

সহযোগী-পরিচালক ঃ ধীরেশ ঘোষ
চিত্রশিল্পী ঃ জি, কে, মেহেতা
সম্পাদক ঃ বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দ্দেশ ঃ বটু সেন
স্থির-চিত্রী ঃ সত্য সান্যাল
আলোক-সম্পাত ঃ প্রমোদ সরকার
গীতকার ঃ প্রণব রায় ও বি, এম, শর্ম্মা
প্রধান-শব্দযন্ত্রী ঃ গৌর দাস
রসায়নাগারিক ঃ ধীরেন দাশগুপ্ত
কারুশিল্পী ঃ বিজয় বোস
রূপসজ্জা ঃ অক্ষয় দাস
ব্যবস্থাপনা ঃ সুধীর সরকার
চিত্রনাট্য সহকারী ঃ
শ্রীমতী কল্যানী মুখোপাধ্যায়

কবীরের গান ঃ

"ভজরে ভাইয়া রাম গোবিন্দ হরি"

সহকারীগণ ঃ

পরিচালনায় ঃ হিমাংশু দাশগুপ্ত
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজয় সিংহ
চিত্রশিল্পে ঃ সর্ব্বেশ্বর শেঠ
শব্দযন্ত্রে ঃ সিদ্ধি নাগ
সম্পাদনায় ঃ হরনাথ চক্রবর্ত্তী
রসায়নাগারে ঃ শম্ভু সাহা, ননী চ্যাটার্জ্জি
সামান্ত রায়, অমূল্য দাস
সঙ্গীত ঃ উমাপতি শীল
ব্যবস্থাপনায় ঃ বলাই বসাক
শিল্পনির্দ্দেশে ঃ কানাই চট্টোপাধ্যায়
যন্ত্রসঙ্গীতে ঃ ক্যাল্‌কাটা অর্কেষ্ট্রা

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃ-এ আর, সি, এ
শব্দযন্ত্রে গৃহীত

—ঃ ভূমিকায় ঃ—

রবীন মজুমদার ● অসিতবরণ ● সন্ধ্যারাণী ● দীপ্তি রায়

সুপ্রভা মুখার্জ্জি, অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা, কুমার মিত্র, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ পিক্‌চার্স লিঃ-এর চিত্র!

— কাহিনী —

অতীন ঘোষাল, নন্দদুলাল ও আরও অনেকে থাকে রাজমোহন কলেজ হোষ্টেলে। পর পর দু'বছর ইন্টার কলেজিয়েট সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে অতীন, এইবার তার চ্যাম্পিয়ন হবার পালা।

কিন্তু একটা মুস্কিল বাঁধলো। প্রফেসর জগদীশ চৌধুরী অপূর্ব্ব বলে একটি নতুন ছেলেকে অতীনের ঘরে থাকবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই মুখচোরা, অতি-ভালমানুষ ছেলেটির উপস্থিতি অতীনের সঙ্গীত সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করলো। জবরদস্তি করে অপূর্ব্বকে অতীন এবং নন্দদুলাল মিলে অন্য ঘরে চালান করে দেয়। এইবার সাধনা চল্‌তে লাগ্‌লো নির্ব্বিবাদে। মাঝে মাঝে কেন যেন অতীন আনমোনা হয়ে যায়, কাকে যেন খুঁজে বেড়ায় সে। কম্পিটিসনের কয়দিন আগে এই রকম কাকে খুঁজতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ হয়ে পড়লো অতীন। ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে কণ্ঠস্বর তার বন্ধ হয়ে গেল। প্রমাদ গণলে রাজমোহন কলেজ!

ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে গানের প্রতিযোগিতা চল্‌ছে। আজ শেষ দিন। আধুনিক বাংলা গানে অতীন যদি প্রথম হতে পারে তবেই চ্যাম্পিয়ন হবে রাজমোহন কলেজ। জ্বর গায়ে গাইতে বস্‌লো অতীন...কিন্তু যতবার গাইতে চেষ্টা করে, কাশিতে দম বন্ধ হয়ে আসে। বিপক্ষদলের বিদ্রূপে সারা প্রেক্ষাগার ভরে ওঠে। সহসা হলের এক কোন থেকে সমস্ত বাধা-বিদ্রূপ ছাপিয়ে ভেসে আসে একটি সুরের রেশ, অনবদ্য একটি কণ্ঠস্বর। সবাই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। অপূর্ব্ব হালদারের গলা...সেই শান্ত লাজুক মুখচোরা ছেলেটি। শেষ পর্য্যন্ত রাজমোহন কলেজই চ্যাম্পিয়ন হলো। প্রশংসা জানালো সুমিতা, প্রফেসর চৌধুরীর মেয়ে। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে অতীন আর অপূর্ব্বর। দুদিন আগে যার সাহচর্য্য ছিল অসহনীয়, আজ তার মুহূর্ত্তের অদর্শন সহ্য হয়না অতীনের। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সুমিতা এবং অপূর্ব্বর মধ্যেও। ক্রমে, যা ভবিতব্য তাই হয়...একটি সুনিবিড় প্রেম গড়ে ওঠে অপূর্ব্ব এবং সুমিতার মাঝে।

পূজোর ছুটিতে দেশের বাড়ীতে অপূর্ব্বকে নিয়ে যায় অতীন। মাকে বলে, দেখে যাও মা, কাকে নিয়ে এসেছি—

—কে? কাকে এনেছিস?—মা ছুটে আসেন। অতীন বলে, মা, এ আমার কলেজের বন্ধু অপূর্ব্ব হালদার। মা অপলকে তাকিয়ে থাকেন

অচেনা অপূর পানে। তাঁর রতীন থাকলে হয় তো এরই মত হয়ে উঠতো...সতেরো বছর আগে চার বছরের যে-রতীন অতীনের সঙ্গে মেলা দেখতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

ছুটির কিছুদিন অতীনের কাছে কাটিয়ে অপূর্ব্ব ফিরে যায় ব্যারাকপুরের বাড়ীতে, তার বাবা ভুবনবাবুর কাছে। একমাত্র ছেলে অপূ, তাকে না দেখলে ভুবনবাবু আহার নিদ্রার কথা ভুলে যান। অসুখ বেড়ে ওঠে। অতীনের বাড়ীতে থাকার কথা শুনে তিনি বলেন, আমি ওসব পছন্দ করিনে অপূ। কিছুদিন পরে অতীন এসে হাজির হয়, ভুবনবাবু আরও বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অতীনকে জানান, ছুটি মানে হৈ চৈ করে বেড়ান নয়। কয়েকদিন থেকে অতীনকে ফিরে যেতে হয়, নিতান্ত অনিচ্ছায়। কারণ অপূ ছাড়াও এ বাড়ীতে থাকার আর এক আকর্ষণ গড়ে উঠেছে তার...সে জ্যোৎস্না, ভুবনবাবুর মেয়ে। কিন্তু কি এক বাধা অতীনের জীবনে আছে যাতে নিজের সুখ-শান্তির কথা ভাববার তার অধিকার নেই, এ কথা জ্যোৎস্না বোঝে। অতীনের জীবনের কোন কথাই আজ আর তার কাছে লুকোন নেই...অতীনের কে এক আপনজন হারিয়ে গেছে...যতদিন না তাকে খুঁজে পায়...জ্যোৎস্না বলে, যুগ যুগান্ত অপেক্ষা করবে সে।

এরপর এলো দুর্যোগের দিন। জ্যোৎস্না হঠাৎ একদিন একটা পুঁটলি আবিষ্কার করলে, একটি ছোট ছেলের প্যাণ্ট-জামা, আর একটা মাদুলি। আর হাতে পড়লো ভুবনবাবুর একটা ডায়েরী, সতেরো বছর আগের লেখা। বাপ মেয়েকে ডেকে বলেন, খবরদার জ্যোৎস্না, এ-সব কথা তুই অপূকে বলিস্ নি...কাউকে বলিস্ নি.....

কিন্তু বলে দিল নিয়তি। আড়াল থেকে বাপ-মেয়ের কথা শুনে অপূ আজ জানতে পারলো, সে এ বাড়ীর কেউ নয়, সে পরিচয়হীন, গোত্রহীন পথের আবর্জ্জনা! বড় আশা করে সে বাড়ীতে এসেছিলো, ভুবনবাবুর কাছ থেকে সুমিতাকে বিয়ে করার সম্মতি নিতে, কিন্তু এ কী হলো, এ কী নিষ্ঠুর সত্য শুনলো সে। সে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সুমিতার বাড়ী। নাম গোত্র পরিচয়হীন হয়ে সুমিতাকে বিয়ে করা চলে না।

পরক্ষণেই অতীন এসে হাজির। জ্যোৎস্না কেঁদে বলে, দাদাকে তুমি ফিরিয়ে আনো। সব শুনে অতীন তখুনি জ্যোৎস্নাকে সঙ্গে নিয়ে প্রফেসর চৌধুরীর বাড়ীর দিকে ছুটে চললো।

ততক্ষণে অপূর্ব্ব সেখান থেকে চলে গেছে। সুমিতার বাধা মানে নি। চলে গেছে একটি মোটরে করে। ওরাও পেছনে পেছনে ছুটে চললো একটা ট্যাক্সি করে। উল্কার বেগে ছুটে চলেছে অপূর্ব্বর গাড়ী। কিন্তু ও কি!

কাদের বস্তীতে আগুন লাগ্‌লো ? চারিদিকে রব উঠেছে বাঁচাও বাঁচাও। কাকে বাঁচাবে ! তারই মতো পরিচয়, গোত্রহীন একটি শিশুকে ? অপূর্ব্ব ঝাপিয়ে পড়লো সেই আগুনে।

যখন তাকে উদ্ধার করা হলো, তখন সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে অতীনেরই কোলের ওপর।

অপূর্ব্বর জামা কাপড় পুড়ে পুড়ে ছিঁড়ে গেছে। ফোস্কা পড়েছে মুখে আর কপালে, কিন্তু বাঁ হাতের ওপর ও দাগটা কিসের ? ও চিহ্ন যে অতীনের বড় চেনা ! এ কে ? তবে কি—তবে কি...একি অপূর্ব্ব ? না, সতেরো বছর আগেকার রতীন ?

সলিল কুমার বিশ্বাস-

(সঙ্গীতাংশ)

(১)

অতীনের গান

ওরে দে দোল দে দোল
হৃদয় অরণ্যে মোর জেগেছে আজ কী কলরোল
আজ বৃষ্টির ধারায় বাজে মল্লার সুর
নাচে মনের ময়ূর
(তারি) তালে তালে বাজে মেঘের মৃদঙ্গ বোল
আজ উতল ঝড়ে
(যেন) উন্মাদিনী এই ধরণী বিলাপ করে
কার স্মরণের আভাষখানি
এই সজল হাওয়া দেয় রে আনি
আজ কে হারালো আপন জনে
তারি বেদনা তোল্।

রচনা—প্রণব রায়।

(২)

অতীনের গান

ভজরে ভইয়া রাম গোবিন্দ হরি
জপতপ সাধন কছু নাহি লাগত
খরচত নাহি গাঠেরি
সন্ততঃ সম্পত সুখকে কারণ
যামে ভুলি প্যারি।
কহত কবীর জো মুখ্ রাম নাহি
উও মুখ্ ধূল ভারি॥

রচনা—কবীর।

(৩)

অপূর্ব্বর গান

একি আনন্দ রে
কথা আমার গান হয়ে যায় একি আনন্দ রে।
কণ্ঠ বীণায় তাই ত সুরের পাগল ঝোরা ঝরে।
কতদিনের রুদ্ধ দুয়ার ভেঙ্গে এলো আলোর জোয়ার—
তুষার গলে গঙ্গাধারা নাম্‌ল ধরার পরে।
আমার কথার আকাশে আজ ভাবের ঘনঘটা
তারি বুকে আঁকা সুরের ইন্দ্রধনুর ছটা।
নবীন প্রাণের বলকাদল,
সেই আকাশে হল চপল,
উধাও হলো নতুন আশার মানস সরোবরে
তারা হৃদয় সরোবরে।

রচনা—প্রণব রায়।

(৪)

অপূর্ব্ব ও সুমিতার গান

এ মধুরাতি আসেনি আগে
প্রথম ফাগুণ ভুবনে জাগে।
তনুমনে লাগে আজ কুমকুম রং
পরাণে যেন আজ বাজিছে সারং
জাগে পিউ কাহা গোলাপ বাগে।

জীবনে যেন মোর এল ফুলদোল
হৃদয় যমুনা আপনি উতরোল,
একি গো মায়া শিহর লাগে।
হৃদয় বলে আজ জেনেছি জেনেছি,
নয়ন দুটী বলে হার যে মেনেছি,
রাঙ্গিল কপোল অরুণ রাগে।

রচনা—প্রণব রায়।

(৫)

অতীনের গান

নিশীথের তারা জাগে জাগে মোর আঁখি
কে যেন আমার বুকে কহে আজ ডাকি
অকরুণ নিয়তি কি বা মোর অপরাধ।
মোর দুয়ারে বসন্ত এলো সে গেল ফিরে
পিয়ালা টুটিয়া গেল অধরের তীরে,
জোছনা এলো যদি কেন ডুবে যায় চাঁদ॥
মোর লাগি দু'টী হাত জানি মালা গাঁথে,
নিয়তির শৃঙ্খল বাঁধা দু'টী হাতে,
এ জীবনে কেন হায় মেটেনা পাওয়ার সাধ
অকরুণ নিয়তি কি বা মোর অপরাধ॥

রচনা—প্রণব রায়।

(৬)

অপূর্ব্বর গান

হাঁসতে হুয়ে দিলে াকো ইয়ে দুনিয়া কুলাতি হ্যয়,—
জিনেসে উন্‌হে হ্যয় বেজার বনাতি হ্যয়।
দো দিল হোঁ মিলা কর্‌তে মিল কর্‌কে মিলা কর্‌তে হ্যাঁ
ইহ্‌ দুর্‌ উন্‌হে কর্‌কে ফুরকত্‌ মে ঝালাতি হ্যয়॥
ফরিয়াদ ন্যাহি শুন্‌তি বাস্‌ জুল্‌ম হি চাতি হ্যয়—
আরমান কুচ্‌লাতি হ্যয় খোয়াবোঁকো মিটাতি হ্যয়
ঘুম্‌ দেখ্‌কে জ্বল্‌তি হ্যয় অওর আগ্‌ গিরাতি হ্যয়
মজ্‌বুর বনা কর্‌কে ইহ কহকে লগাতি হ্যয়॥

রচনা—বি, এম, শর্ম্মা।

(৭)

সুমিতার গান

ওগো চঞ্চল দুরন্ত মোর
এস এস পথ চাওয়া।
(তব) বরণশঙ্খ বাজে প্রলয় মেঘে
(মোর) অন্তরে কোন্‌ বধূ উঠল জেগে
অভিসার পথখানি কণ্টকে ভরা জানি,
সে ত নয় কুসুমে ছাওয়া।
ভিক্ষা পাত্র হাতে দুয়ারে এসে
দাঁড়ায়োনা ওগো প্রিয়তম,
বিজয়ী সেনার মত দুয়ার ভেঙ্গে
এসো বাঞ্ছিত নিষ্ঠুর মম,
ছিল যবে মধুমাস চাঁদের কিরণ
মিলনের লগ্নটী আসেনি তখন,
আজি এই দুর্দ্দিনে বন্ধুরে লও চিনে
হয় যেন তোমায় পাওয়া।

রচনা—প্রণব রায়।

(৮)

মায়ের গান

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে বইছে সান্ধের বাঁশ
আয়রে গোপাল আয়রে ফিরে মায়ের আঁচল ছায়।
হিজল বনের পাতায় পাতায় জোনাক পোকার মেলা।
গোপাল আমার বল্‌রে কখন শেষ হবে তোর খেলা॥

রচনা—প্রণব রায়।

(৯)

অতীনের গান

তোর বিহনে যমুনা আজ বইছে না উজান
যশোমতীর দু'নয়নে সাত সাগরের বান।
আয়রে ফিরে আয়, আয়রে ফিরে আয়
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে বইছে সান্ধের বায়॥

রচনা—প্রণব রায়।

(১০)

অপূর্ব্বর গান

হলুদ বনে ফুল ফুটেছে জোনাক পোকা জ্বলে
ফিরে এলাম আবার মাগো তোমারই অঞ্চলে।

রচনা—প্রণব রায়।

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স লিঃ-এর

?

• পরবর্ত্তী নিবেদন •

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং রাইজিং আর্ট কটেজ
১০৩, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা হইতে শ্রীকমল দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা